বোয়েসেল এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় অভিবাসন

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

(একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি)

প্রবাসী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮, ৯৩৬১৫১৫, ফ্যাক্সঃ ৯৩৩০৬৫২, ৮৩৫৬৫৭৭
ই-মেইল ঃ info@boesl.org.bd, ওয়েব ঃ www.boesl.org.bd

■ প্রারম্ভিকা ঃ

দক্ষিণ কোরিয়া Employment Permit System (EPS) এর আওতায় একই নিয়মে বাংলাদেশসহ মোট ১৫টি দেশ হতে বিদেশী কর্মী নেয়। দেশগুলি হচ্ছে Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippine, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Uzbekistan, Vietnam এবং China। উক্ত পদ্ধতিতে বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৭ সনে দুই সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। MoU এর শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বোয়েসেল এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে Human Resources Development, Korea (HRD-Korea) কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। বোয়েসেল ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ে একটি নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সাল হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি করে যাচ্ছে।

■ EPS এর মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- চুক্তির অনুযায়ী ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিত করা;
- কর্মীদের কোরিয়া অবৈধ হওয়া প্রতিরোধ করা;
- অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং
- EPS পদ্ধতিতে গমনকৃত বিদেশীকর্মীদের স্থানীয় শ্রমিকের সমমর্যাদা প্রদান করা।

■ দক্ষিণ কোরিয়া গমনের যোগ্যতা ঃ

কোরিয়ায় চাকুরি প্রার্থীকে অবশ্যই কোরিয় ভাষা পড়া, লেখা ও বুঝার পারদর্শিতা থাকতে হবে। উক্ত পরাদর্শিতা প্রমাণের জন্য প্রার্থীকে কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা পাশ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী কোরিয় ভাষা পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেঃ

- প্রার্থীর বয়স ১৮-৩৯ হতে হবে;
- যাদের কোন দিন ফৌজধারী অপরাধে জেল বা অন্য কঠিন শাস্তি হয়নি;
- যারা দক্ষিণ কোরিয়ায় অবৈধ ভাবে অবস্থান করে নাই;
- যাদের উপর বিদেশ যাত্রায় বাংলাদেশ সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা নাই;
- যাদের কোরিয় ভাষা পড়া, লেখা ও বুঝার পারদর্শিতা আছে;
- Medically fit এবং
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবশ্যই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট থাকতে হবে

■ দক্ষিণ কোরিয়া গমনের পদ্ধতি ঃ

দক্ষিণ কোরিয়াগামীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভাষা পরীক্ষা হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত ধাপ ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. প্রথমে HRD কোরিয়া কর্তৃক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও কোরিয়া ভাষা পরীক্ষার শিডিউল ঘোষণা। তৎপ্রেক্ষিতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে বোয়েসেল উক্ত শিডিউল বিজ্ঞাপন আকারে এক বা একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে এবং বোয়েসেল এর ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রদান করে।

২. আগ্রহী কোরিয়া ভাষা জানা প্রার্থীগণ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ডিজিটাল পাসপোর্টের (MRP) তথ্যের ভিত্তিতে বোয়েসেল এর ওয়েবসাইটে ঢুকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে। যদি রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রার্থীর সংখ্যা ঘোষিত পরীক্ষার্থী সংখ্যার চেয়ে বেশী হয় তাহলে কোরিয়ার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকাশ্য অনলাইন লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাক প্রার্থী বাছাই করা হয়। ▶

৩. বোয়েসেল বৈধ প্রার্থীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ২০০০ টাকার পে-অর্ডার রিসিভ করে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পাসপোর্ট অনুসারে তথ্য, ছবি ও পাসপোর্টের কপি HRD কোরিয়ার ডাটাবেইজ সার্ভারে আপলোড করা হয়।

৪. HRD-Korea কর্তৃক অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রার্থীদের কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল বোয়েসেলে প্রেরণ করা হয়।

৫. বোয়েসেল কোরিয়া ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের MoU এর শর্তানুযায়ী জেলা সিভিল সার্জনের অফিসে মেডিকেল সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে।

৬. মেডিকেলে ফিট প্রার্থীগণ মেডিকেল কার্ডসহ এইচ.আর.ডি কোরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত জব এপ্লিকেশন ফরম পূরণ করে পাসপোর্ট এর কপি ও অন্যান্য ডকুমেন্টস নির্ধারিত সময়ে বোয়েসেলে জমা করে।

৭. বোয়েসেল উক্ত প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় ডাটা এইচ.আর.ডি কোরিয়ার নির্ধারিত সফটওয়্যার SPAS (Sending Public Agency System) এর মাধ্যমে রোস্টারের জন্য ডাটাবেইজ সার্ভারে আপলোড করা হয়। এইচ.আর.ডি কোরিয়া বোয়েসেল কর্তৃক প্রেরণকৃত ডাটার তথ্য যাচাই করে কোটা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রার্থীদেরকে রোস্টারভুক্ত করে থাকে।

৮. রোস্টার হতে কোরিয়ার বিভিন্ন কোম্পানির চাহিদা মোতাবেক HRD-Korea প্রার্থীদের Labour Contact (LC) ইস্যু করে। বোয়েসেল LC ইস্যুকৃত প্রার্থীদের LC স্বাক্ষর করানো এবং শিডিউল মোতাবেক প্রিলিমিনারী ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে।

৯. বোয়েসেল LC স্বাক্ষরকারী প্রার্থীগণ বোয়েসেল এর সার্ভিস চার্জ ১৮,৪০০/- (ভ্যাট ও বহিঃগমন ফি সহ) ভিসা ও অন্যান্য ফি ৬,২০০/- এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল ফি ১১৪৫/- টাকার তিনটি পে-অর্ডার বোয়েসেল এ জমা করে।

১০. প্রার্থীগণ প্রিলিমিনারি ট্রেনিং সম্পন্ন করে সার্টিফিকেটসহ বোয়েসেল অফিসে এসে ভিসা ফরম পূরণ করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি এবং ভিসা রিলেটেড ডকুমেন্ট জমা করে।

১১. এইচ.আর.ডি কোরিয়া হতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে এন্ট্রি/ফ্লাইট এর তালিকা পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্লাইটের জন্য নির্দিষ্ট এয়ারলাইন্সে টিকেটের জন্য বুকিং দেওয়া হয় এবং উক্ত প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে ফ্লাইটের তারিখ, টিকেটের টাকা জমা, বোয়েসেল কর্তৃক ব্রিফিং ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য বোয়েসেল এর ওয়েবসাইট ও মোবাইলে প্রার্থীকে জানানো হয়। প্রার্থীগণ নিজেরা এয়ার লাইন্সের অফিসে গিয়ে টিকেটের নির্ধারিত টাকা জমা করে।

১২. বোয়েসেল প্রার্থীদের ফ্লাইটের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে পাসপোর্ট ও টিকেট প্রদান করে এবং প্রার্থী কোরিয়ায় গমন করে।

১৩. বোয়েসেল কর্তৃক কোরিয়া গমনরত প্রার্থীগণকে এইচ.আর.ডি কোরিয়া এবং কোরিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং কোরিয়াস্থ নিয়োগকারী কোম্পানি এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে ট্রেনিং ও মেডিকেলের উদ্দেশ্যে KBIZ Training Center নিয়ে যায়। ট্রেনিং শেষে তারা চাকরিতে যোগদান করে।

১৪. প্রার্থীগণ **EPS** এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে যে কোন সময় তাঁর চাকরি সংক্রান্ত তথ্য নিজেই জানতে পারে।

১৫. কোরিয়া চাকুরিতে যোগদানের পর প্রাথমিকভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি করতে পারবে এবং বৈধভাবে উক্ত চাকুরি সম্পন্ন করলে পুনরায় কোরিয়া যাওয়ার সুযোগ আছে।

■ স্কিল টেস্ট (Skill Test) ঃ

এইচ.আর.ডি কোরিয়া ২০১২ সাল হতে কম্পিউটার বেইজড টেস্ট (সিবিটি) এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্কিল টেস্ট চালু করেছে। এইচ.আর.ডি কোরিয়া ২০১২ সাল হতে অদ্যাবধি ০৩ টি স্কিল টেস্ট গ্রহণ করেছে। স্কিল টেস্ট এ কোন পাশ নম্বর নেই। মূলত প্রার্থীদের শারিরীক ফিটনেস, স্মার্টনেস, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষা দক্ষতা যাচাই করা হয়ে থাকে। বর্ণিত যাচাইকালে যে যে প্রার্থীর গ্রেড ভাল কোরিয়ান কোম্পানি কর্তৃক লেবার কন্ট্রাক্ট ইস্যুর সময় তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। ▶

■ কোরিয়া পুনঃচাকুরি (রি-এন্ট্রি)ঃ

দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ২০১২ সাল হতে এমপ্লয়ার ও শ্রমিকদের স্বার্থে ইপিএস এর মাধ্যমে রি-এন্ট্রি সিস্টেম চালু করেছেন। ফলে কোরিয়ায় চাকুরিরত কর্মীরা দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় কোরিয়া চাকুরি নিয়ে যেতে পারে। রি-এন্ট্রির মূল উদ্দেশ্য হল এমপ্লয়ার যাতে পুনঃরায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারে এবং কর্মীর যাতে কোরিয়ায় অবৈধ না হতে পারে। এতে কোরিয়া সরকার ও সেন্ডিং এজেন্সিসহ সকল কর্মী উপকৃত হবে। ইপিএস এর রি-এন্ট্রি হিসেবে নিম্নবর্ণিত দুই ভাবে হতে পারেঃ

- **কমিটেড ওয়ার্কারঃ** যারা কোরিয়া বৈধভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি সম্পন্ন করেছে এবং সর্বশেষ কোম্পানি পুনঃরায় ঐ কর্মীকে চাকুরিতে রাখতে ইচ্ছুক এবং লেবার কন্ট্রাক্ট প্রদান করবে তারই কমিটেড ওর্য়াকার হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দেশে এসে তিন মাসের ছুটি ভোগ করার পর কোরিয়ায় পুনঃরায় গমন করতে পারবে। উক্ত পদ্ধতিতে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৩৩৮ জন প্রার্থী কোরিয়া গমন করেছেন।
- **স্পেশাল সিবিটিঃ** যারা কোরিয়া বৈধভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস সার্ভিস সম্পন্ন করেছেন কিন্তু তিনি দেশে ছুটিতে আসার সময় কোন লেবার কন্ট্রাক্ট পাননি শুধু তারাই স্পেশাল সিবিটি যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দেশে এসে বিনা লটারিতে রেজিস্ট্রেশন করে সিবিটিতে পাশ করে জব রোস্টারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। উক্ত পদ্ধতিতে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ২৭৮ জন প্রার্থী কোরিয়া গমন করেছেন।

■ দক্ষিণ কোরিয়া গমনের তথ্য ঃ

Korean Language Test (KLT) এর মাধ্যমে ২০০৮ সালে নির্বাচিত ৭৯৩৫ জন, Computer Based Test (CBT) এর মাধ্যমে ২০১০ সালে নির্বাচিত ১০১২ জন, ২০১১ সালে নির্বাচিত ১৪৭ জন ও ২০১২ সালে নির্বাচিত ৩৬৮২ জন এবং ২০১৩ সালে নির্বাচিত ২০৫৫ সর্বমোট ১৪,৮৩১ জন যোগ্য প্রার্থীর ডাটা HRD Korea এর ডাটাবেইজ সার্ভারে রোস্টারভুক্তির জন্য বোয়েসেল কর্তৃক প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রার্থীদের মধ্যে হতে অদ্যাবধি ১০,৪২৮ জন প্রার্থীর জব অফার পাওয়া গেছে এবং ৯৫৭৮ জন প্রার্থী দক্ষিণ কোরিয়া গমন করেছে। অবশিষ্ট প্রার্থীগণের কোরিয়ায় গমন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

■ উপসংহার ঃ

দক্ষিণ কোরিয়াগামীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভাষা পরীক্ষা হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে কম্পিউটারাইজড অটোমেটেড পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি বা বোয়েসেল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, কোরিয়ায় চাকুরির জন্য রোস্টারভুক্ত হওয়াই কোরিয়ায় চাকুরির নিশ্চয়তা বহন করে না। কারণ বোয়েসেল বা HRD-Korea কোন প্রার্থীকে চাকুরি প্রদান করে না, চাকুরি পাবার জন্য প্রার্থী এবং চাকুরি দাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে করে দেয় মাত্র। কোরিয়ায় চাকরি দাতা হচ্ছে সেখানকার ছোট ছোট বেসরকারি কোম্পানি। কোন কোম্পানি কোন প্রার্থীকে জব অফার প্রদান করলেই কেবল তিনি কোরিয়া যেতে পারবেন। কোরিয়া ভাষা পরীক্ষার সার্টিফিকেটের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর এবং যে কোন প্রার্থীর রোস্টারের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর। ফলে এ মেয়াদ কালের মধ্যে কোন চাকুরিদাতা কোম্পানি কোন প্রাথীকে জব অফার না দিলে তাঁর কোরিয়া যাবার সুযোগ নেই। তিনি রোস্টার হতে ডিলিট হয়ে যাবেন। তবে তাঁর বয়স ৩৯ বৎসরের মধ্যে তিনি পুনরায় অলাইন রেজিস্ট্রেশন করে আবার রোস্টারভুক্ত হতে পারেন।

বোয়েসেল এর আহবান

"সঠিক কাজে সঠিক জন, নিরাপদ অভিবাসন"

"আইন মেনে যাব বিদেশ, অর্থ এনে গড়বো স্বদেশ"

! প্রতারণা থেকে সাবধান !

"বিদেশে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বোয়েসেলের কোন এজেন্ট/সাব এজেন্ট/ দালাল বা প্রতিনিধি নেই"

"বোয়েসেল কারো নিকট থেকে নগদ অর্থ গ্রহণ করে না"